Bismillahir Rahmanir Raheem

দি মেসেজ

The Message

VOLUME 4, ISSUE 2 MAR-APR, 2010

সন্তান প্রতিপালনের প্রশ্নে মুসলিম ও অমুসলিম মা'র পার্থক্য

ইসলাম থেকে বঞ্চিত মা (অমুসলিম মা) তার সন্তান প্রতিপালন সম্পর্কে যা কিছু চিন্তা করে অথবা চিন্তা করতে পারে তা এ নশ্বর দুনিয়া পর্যন্তই সীমিত। মৃত্যুর সীমানা পার হয়ে তার দৃষ্টি অনন্ত জগত পর্যন্ত প্রসারিত হয় না। নিজের সন্তান হওয়ার কারণে সে তার লালন-পালন করে। তার অন্তরে সন্তানের প্রতি মমত্ববোধের সীমাহীন আবেগ রয়েছে। সন্তান প্রতিপালন দুনিয়ায় একটি উত্তম কাজ এবং এ সহজাত আবেগের কারণেই সে তা করে। সে এ চিন্তা করে যে, সন্তানের মাধ্যমে তার বংশ টিকে থাকবে অথবা সন্তান বড়ো হয়ে তাকে আরাম ও শান্তি দেবে এবং তার সাহায্যকারী হবে। এ ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হয়ে সে নিজের সন্তানকে এমনভাবে প্রতিপালন করে যাতে সে পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে সার্থক জীবন-যাপন করতে পারে। আমাদের সমাজে এমন অনেক মা আছেন অর্থাৎ যারা ইসলাম প্রাকটিস করেন না তাদের মধ্যে আর অমুলিম মার মধ্যে চিন্তা-ভাবনা আর কাজের মধ্যে তেমান একটা পার্থক্য দেখা যায় না।

কিন্তু পার্থক্য হলো যে, একজন প্রকৃত মুসলিম মা অর্থাৎ যিনি ইসলাম প্রাকটিস করেন সন্তান প্রতিপালনকে তিনি একটি দ্বীনি দায়িত্ব এবং আখেরাতের মুক্তি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম মনে করেন। উপরন্তু এই মাতা-পিতারা সন্তান প্রতিপালনে নিজেকে ইসলামী হুকুম-আহকামের অধীন করে নেয়। সন্তানের জীবনের লক্ষ্য শুধু দুনিয়ার জীবনে স্বচ্ছলতা ও আরাম-আয়েশে অতিবাহিত করার জন্য প্রকৃত মুসলিম মাতা-পিতা সন্তান প্রতিপালন করেন না বরং তারা নিজের অভিভাবকত্বে এমন মুজাহিদ তৈরী করেন যাদের দৃষ্টি সুদূর প্রসারী হয় যারা দুনিয়ায় আল্লাহর মর্জি মুতাবেক জীবন কাটানো এবং আখেরাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজেকে ঐভাবে পরিচালিত করে।

তাই একজন প্রকৃত মুসলিম মাতার নিকট সন্তান প্রতিপালনের প্রশ্নটি শুধু পার্থিব দুনিয়ার ব্যাপারই নয়, বরং তার ভালো-মন্দের প্রভাব সে জীবনেও প্রতিভাত হবে যাকে পরকালীন জীবন বলা হয়। আর এ পরকালীন জীবনের উপর সে ঈমান রাখে। তার চিন্তার ধরণ এ হয় যে, সে যদি সন্তানকে ইসলামী ধ্যান-ধারণায় গড়ে তোলে এবং ইসলামী নির্দেশ মুতাবেক লালন-পালন করে তাহলে তার এই জীবন এবং পরকালীন জীবন দুই-ই সুন্দর হবে। আল্লাহ তার উপর খুশী হবেন এবং তাকে এই পৃথিবীতে শান্তি দিবেন এবং পরকালে জান্নাত দান ও পুরস্কারের বারি বর্ষণ করবেন। যদি সে এ দায়িত্ব পালনে দুর্বলতা দেখায় অথবা আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী সন্তানদের গড়ে না তোলে তাহলে পরকালে লজ্জিত হবে এবং আখেরাত নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট হবেন এবং শাস্তি দেবেন।

এ ধরনের চিন্তা ও কর্মের সবচেয়ে বড় উপকারী দিক হলো যে, সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি সন্তান মায়ের আকাঙ্ক্ষা পূরণে অক্ষম হয়, তাহলেও সে মা লজ্জিত হন না। তিনি নিরাশও হন না এবং তার কাজে ভাটা পড়ে না। বরং এ আস্থায় তিনি সবসময় বলীয়ান থাকেন যে, দুনিয়ায় যদি সন্তান তার আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থও হয় তবুও তিনি আল্লাহর নিকট যে প্রতিদানের প্রত্যাশী তা তিনি পূরণ করবেন। কেননা আল্লাহ কখনো বান্দার কাজের প্রতিদান নষ্ট করেন না। তিনি বড়ো শক্তিশালী। তিনি বান্দার সুন্দর কাজের পুরোপুরি প্রতিদান দেন এবং কখনো বান্দাকে প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করেন না।

From Qur'an:

📖 "এই পথই আমার সরল পথ, সুতরাং ইহারই অনুসরণ করিবে এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করিবে না, করিলে উহা তোমাদিগকে তাঁহার (আল্লাহর) পথ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবে।" *[সূরা আল আনআম ঃ ১৫৩]*

From Hadith:

📖 "আমাদের ও তাদের (কাফেরদের) মাঝে চুক্তি হচ্ছে নামাযের। অতএব যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করল সে কুফরী করল।" *[আবু দাউদ, আহম্মদ, তিরমিজি, নাসায়ী]*

ভেতরের পাতায়

নানারকম কুসংস্কার এবং শুভ-অশুভ সংকেত মেনে চলা শিরক	2	*অন্যান্য বিদআত সমূহ .....*	6
মানত মানায় শিরক	2	*টরন্টোর একটি মুসলিম পরিবারের ঘটনা .....*	7
রাশিচক্রে বিশ্বাস করা শিরক	2	*সন্তানদের সামনে অন্যায় কাজ করা থেকে বিরত থাকুন .....*	8
আমাদের সমাজে প্রচলিত বিদ'আত সমূহ	3	*আল্লাহকে ডাকলে তিনি সাড়া দেন .....*	8

নানারকম কুসংস্কার এবং শুভ-অশুভ সংকেত মেনে চলা শিরক

১) শনির দশা অর্থাৎ শনিবার অলক্ষুণে দিন এবং এই দিনে কোন কাজ শুরু না করা।
২) ঘর থেকে বাইরে বের হওয়ার সময় কেউ হাচি দিলে সাথে সাথে তার পর বের না হওয়া, একটু পরে বের হওয়া।
৩) ঘর থেকে বাইরে বের হওয়ার সময় পায়ের সাথে হোচট খেলে সাথে সাথে তার পর বের না হওয়া, একটু বসে তার পরে বের হওয়া।
৪) ১৩ সংখ্যাকে অশুভ বা unlucky thirteen মনে করা শিরক।
৫) ভর দুপুরে কাকের কাঁ কাঁ ডাক শুণে বিপদ সংকেত মনে করা।
৬) বাইরে যাওয়ার সময় ঝাঁড়ু দেখলে অশুভ মনে করা।
৭) কোন কাজ ঠিক মতো না হলে আজকের দিনটিই কুফা (অশুভ) এই ধরণের মনে করা।
৮) অনেকে নিজেকে নিজে গালি দেয় যেমন 'আমার ভাগ্যটাই খারাপ' বা 'আমার কপালটাই মন্দ'।
৯) বর্কতের আশায় ব্যবসার ক্যাশ বাক্সে হলুদের টুকরা এবং কড়ি (এক ধরনের ঝিনুক) রাখা।
১০) বর্কতের আশায় দোকান খোলার শুরুতে সোনা-রূপার পানি ছিটানো বা তুলসি পাতার পানি ছিটানো এবং আগর বাতি জালানো।
১১) ব্যবসার শুরুতে প্রথম কাষ্টমারের কাছে বিক্রি করতেই হবে এই ধরণের মনে করা।
১২) বর্কতের আশায় ব্যবসার শুরুতে মিলাদ দেয়া অথবা কোন মাজারে যাওয়া।
১৩) কেউ গাড়ি কিনলে বা গাড়ির ব্যবসা শুরু করলে ঐ গাড়িটি পীরের দরবারে নিয়ে যাওয়া অথবা কোন মাজারে নিয়ে যাওয়া।
১৪) এক্সিডেন্ট থেকে রক্ষা পাবার আশায় গাড়ির লুকিং গ্লাসে বিভিন্ন কুরআনের আয়াত ঝুলানো, কাবা ঘরের ছবি ঝুলানো, তছবি ঝুলানো ইত্যাদি। (খৃষ্টানরা যেমন তছবি ও ক্রস ঝুলায়)
১৫) কাল বিড়াল বা এক পা ওয়ালা পশু-পাখি দেখলে অশুভ মনে করা।
১৬) আয়না ভাঙ্গা বা তেল পড়ে গেলে বা লবন উল্টে পড়া অশুভ সংকেত মনে করা।
১৭) কিছু কিছু মেয়েলোক রাক্ষসগণ (অলক্ষুনে) ইত্যাদিতে বিশ্বাস করা।
১৮) টেরা চোখের মেয়ে লোক লক্ষি বা অলক্ষি এটা মনে করা।
১৯) পাথরে ভাগ্য পরিবর্তন হয় এই ধরনের বিশ্বাস থাকা।
২০) পাথরে নানা রকম বিপদ কেটে যায়, এই ধরনের বিশ্বাস থাকা।

ইসলাম শুভ-অশুভ এই প্রথাগুলি বাতিল করেছে কারণ এগুলি তাওহীদ আল-অসমা-সিফাত এর ভিত ক্ষয় করে ফেলে। কারণ এই প্রথাগুলিঃ ১) এক মাত্র আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা অর্থাৎ তাওয়াক্কুলের ক্ষেত্রে আল্লাহ ব্যতীত অন্য দিকে পরিচালিত করে এবং ২) ভাল-মন্দ আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করার এবং আল্লাহ প্রদত্ত নিয়তি এড়ানোর ক্ষমতা মানুষের অথবা সৃষ্ট জিনিষের উপর অর্পণ করে। সুতরাং তাওহীদের সকল গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে শুভ-অশুভ সংকেত বিশ্বাস সুস্পষ্ট শিরক-এর শ্রেণীভুক্ত। সূরা আল-হাদীদ এর ২২ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ *"পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি উহা সংঘটিত করার পূর্বেই উহা লিপিবদ্ধ থাকে।"*

মানত মানায় শিরক

কোনো কিছুর জন্যে কোনো কাজ করার বা কিছু দেয়ার মানত মানার সুযোগ ইসলামে রয়েছে। মানত বলা হয় এরূপ কাজকে যে, কোনো কিছু ঘটবার জন্যে তুমি নিজের ওপর এমন কোনো কাজ করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে-- ওয়াজিব করে নেবে-- যা আসলে তোমার ওপর ওয়াজিব নয়। যেমন বলা হয় ঃ আমি আল্লাহর জন্যে একাজ করার মানত করেছি। কুরআনে এ মানত করার কথা বিভিন্ন আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। সূরা আল-বাকারার ২৭০ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ

"তোমরা যা কিছু খরচ করো বা মানত মানো, আল্লাহ তার সব কিছুই জানেন। আর জালিমদের জন্যে সাহায্যকারী কেউ নেই।"

তাফসীরে মাযহারীতে এ আয়াতের ব্যাখ্যা লিখা হয়েছে এভাবেঃ মানত হচ্ছে এই যে, তোমরা আল্লাহর জন্যে করবে বলে কোনো কাজ নিজের জন্যে বাধ্যতামূলক করে নেবে শর্তাধীন কিংবা বিনা শর্তে। এ আয়াত ও তাফসীরের উদ্ধৃতি স্পষ্ট বলে দেয় যে, মানত হতে হবে কেবল আল্লাহর জন্যে। যে মানত হবে একমাত্র আল্লাহর জন্যে, কুরআনের ঘোষণানুযায়ী কেবল তাই জায়েয; যে মানত খালিসভাবে আল্লাহর জন্যে নয়, তা কুরআনের দৃষ্টিতে কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়।

মানত সাধারণত দু'প্রকারের হয়। যে মানত আল্লাহর আনুগত্যের কোনো কাজের হবে, তা আল্লাহর জন্যে বটে এবং তাই পূরণ করতে হবে। আর যে মানত আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজের মাধ্যমে হবে, তা হবে শয়তানের উদ্দেশ্যে। তা পূরণ করার কোনো দায়িত্ব নেই। কর্তব্যও নয়।

কথায় কথায় মানত করার রোগ দেখা যায় অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে এবং মানত করার ইসলামী পদ্ধতি জানা না থাকার কারণে লোকেরা এক্ষেত্রে নান প্রকার শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে, রাসূলে করীম (সাঃ) একে কিছু মাত্র উৎসাহিত করেননি, এবং তিনি একে সম্পূর্ণ অর্থহীন কাজ বলে ঘোষণা করেছেন।

যদি মানত মানতেই হয়, তবে যেন নামায রোযা, আল্লাহর ঘরের হজ্জ ইত্যাদি ধরণের কোনো কাজের মানত মানা হয়। কেননা তাতে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ-ই বান্দার সামনে আসে না-- আসার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু ধন-মালের যে মানত মানা হয় তাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু বা অন্য কারো প্রতিই মন বেশি ঝুকে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

রাশিচক্রে বিশ্বাস করা শিরক

জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চা শুধু হারামই নয় একজন জ্যোতিষবিদের কাছে যাওয়া এবং তার ভবিষ্যদ্বাণী শোনা, জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর বই কেনা অথবা একজনের কোষ্ঠী যাচাইও নিষেধ। যেহেতু জ্যোতিষশাস্ত্র প্রধানত ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য ব্যবহৃত হয়, যারা এই বিদ্যা চর্চা করে তাদের জ্যোতিষী বা গণক বলে। ফলস্বরূপ, যে তার রাশিচক্র খোঁজে বা গনকের কাছ হাত দেখায় বা ভাগ্য ফেরানোর জন্য পাথর নেয় সে রাসূল (সাঃ) প্রদত্ত বিবৃতির রায়ের অধীনে পড়েঃ

"যে গণকের কাছে যায় এবং কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে তার চল্লিশ দিন ও রাত্রির নামাজ গ্রহণযোগ্য হবে না।" (সহীহ মুসলিম)

আমাদের সমাজে প্রচলিত বিদ'আত সমূহ

---- *The Way is One*

বিদ'আতের সংজ্ঞাঃ

- যে সব ধরণের কাজ বা অনুষ্ঠান ইবাদত বা সওয়াবের কাজ বলে কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা স্বীকৃত নয়, রাসূল (সাঃ) নিজে যা কখনো করেননি বা কাউকে কখনো করতে বলেননি, তাঁর সাহাবাদের সময়ও তা ইবাদত হিসাবে প্রচলিত ছিলোনা এমন সব কাজ বা অনুষ্ঠানাদি সওয়াবের উদ্দ্যেশে পালন করার নামই বিদ'আত।

- বিদ'আত বলতে বুঝায় দ্বীন পরিপূর্ণ হওয়া সত্বেও দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন আনা। এটা দুইভাবে হতে পারেঃ
  ১) দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত কোন প্রচলিত ইবাদতকে বাড়িয়ে বা কমিয়ে তার পরিবর্তন করা; যেমন ফরজ ৫ ওয়াক্ত নামাযকে কমিয়ে ৩ ওয়াক্ত মানা এবং আদায় করা।
  ২) দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কিছু এর সাথে সংযোজন করা; যেমন শবে বরাতের নামায, ঈদে মিলাদুন্নবির উৎসব।

সওয়াবের আশায় বিভিন্ন দিবস পালন বিদআতঃ

১) ঈদে মিলাদুন্নবী দিবস পালন করা।
২) মিলাদের মাহফিল করা।
৩) শবে বরাত কে ভাগ্য রজনী মনে করে এ দিবস পালন করা।
৪) শবে মেরাজ দিবস পালন করা।
৫) প্রথম মহররম রাত্রি উৎযাপন করা।
৬) ওরছ করা, ইছালে সওয়াবের মাহফিল করা।
৭) রমজান মাসে "বদর দিবস" পালন করা।
৮) ঈদের পরে "ঈদ পূর্ণমিলনী" অনুষ্ঠান করা।
৯) জন্ম বার্ষিকী বা Birth Day পালন করা।
১০) বিবাহ বার্ষিকী বা Marriage Day পালন করা।

মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে প্রচলিত বিদআতঃ

১) মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা।
২) মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কুলখানি, চল্লিশা অথবা চেহলাম করা।
৩) মৃত ব্যক্তিকে সামনে নিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করা। *(দলিলঃ "নিশ্চয়ই আপনি মৃতদেরকে শুনাতে পারবেন না।" সূরা নামল ঃ ২৭)*
৪) মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে জিয়াফত, কুরআনখানি, ইছালে সওয়াব, এগারোবী শরীফ, রূহে সওয়াব বকশিশ করা।
৫) মৃত ব্যক্তির উপর সূরা ইয়াসিন পাঠ করা।
৬) মহিলাদের ঘন ঘন কবর জিয়ারত করা।
৭) কবরে ফুল দেওয়া।
৮) শহীদের স্মরণে শহীদ মিনার নির্মাণ ও তাতে বিভিন্ন অকেশনে ফুল দেওয়া।
৯) কবর জিয়ারতের সময় কুরআন তিলাওয়াত করা।
১০) কবর উঁচু করা ও বাঁধানো।
১১) নির্দিষ্টভাবে শুধু ঈদের দিনে অথবা প্রত্যেক জুমার দিনে কবর জিয়ারত করা।
১২) ফাতিহা ইয়াজদহম পালন।
১৩) মৃত লোকদের নিকট সাহায্য চাওয়া সর্ব প্রথমে শির্ক এবং তার পরে বিদআত।

হজ্জ ও ওমরা সংক্রান্ত বিদআতঃ

১) প্রত্যেক তাওয়াফে বা সায়ীতে নির্দিষ্ট দোয়া পড়া।
২) মক্ক-মদিনা, আরাফা, মুজদালিফা, ওহুদের ময়দান, বদরের ময়দান এ ধরনের জায়গার মাটি গাছ পাথর ইত্যাদি বরকত স্বরূপ অন্য দেশে নিয়ে যাওয়া।
৩) হজ্জ বা ওমরার সময় ছাড়া অন্য সময়ে মাথা কামানো সুন্নাত মনে করা।
৪) আরাফাতের বিশ্ব এজতেমার মত অন্যান্য দেশে এরকম বিশ্ব এজতেমা করা এবং তাতে টাকা পয়সা খরচ করে সামিল হয়ে সওয়াবের আশা করা।
৫) হজ্জ করে নিজের নামের সাথে আলহাজ্জ উপাধি লাগানো।
৬) হজ্জ, ওমরা অথবা জিয়ারতে এসে মদিনা শরীফে ৮ দিনে ৪০ ওয়াক্ত নামায পড়া ওয়াজিব মনে করা।
৭) হজ্জ করতে হবে ঘরে বসেই আর তা হবে রূহানী জগতের মাধ্যমে।
৮) টুঙ্গির বিশ্ব ইযতেমাকে দ্বিতীয় হজ্জ বলা বা মনে করা।
৯) টুঙ্গির বিশ্ব ইযতেমাতে শরীক হয়ে মুনাজাত ধরলে জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে এমন বিশ্বাস করা।
১০) ওহুদ পাহারের মাটি এনে তা শিফা হিসাবে ব্যবহার করা বিদআত ও শিরক।
১১) জমজম কুপের পানি এনে তা আবার পীরসাহেব বা হুজুর কেবলা দ্বারা পানির মধ্যে ফু দিয়ে পড়ে দেয়া।
১২) পীর কেবলার অনুমতি না পেলে ফরজ হজ্জে যাওয়া যাবে না এই ধরণের আকিদা সর্ব প্রথমে শিরক এবং তার পরে বিদআত। এখানে হজ্জ ফরজ হওয়া সত্যেও হজ্জ পালন না করে আল্লাহর হুকুম আমান্য করা হচ্ছে এবং পীর বাবার অনুমতির জন্য অপেক্ষা করে সরাসরি শিরক করা হচ্ছে। মনে রাখবেন মহান আল্লাহর কোন ফরজ হুকুম পালন করার জন্য পীর আওলীয়ার কোন অনুমতির তো প্রশ্নই উঠে না। এমনকি যে কোন ফরজ হুকুম পালন করার জন্য কোন নবী-রসূলেরও অনুমতির প্রয়োজন নেই, কারণ আদেশটা তার বান্দার জন্য সরাসরি আল্লাহর।

দোয়া, দরুদ, খতম পড়ানো ও কুরআন তেলাওয়াত সংক্রান্ত বিদআতঃ

১) দোয়া করার সময় একবার সূরা ফাতিহা, সাতবার ইসতেগফার, তিনবার সূরা ইখলাস ও এগার বার দরুদ শরীফ পাঠ করে দোয়া শুরু করার নিয়ম করে নেয়া।
২) ওয়াজ আল আখেরা কালামিনা লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলল্লাহ বলে দোয়া শেষ করতে হবে বলে মনে করা।
৩) দোয়া শেষ করে দুই হাত দিয়ে মুখ মুছা জরুরী মনে করা।
৪) খানা খাওয়ার পর দুই হাত তুলে দোয়া করতে হবে বলে মনে করা।
৫) বরকতের জন্য শবীনা খতম পড়ানো।
৬) বিপদ আপদ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য দরুদে তাজ পড়া, দরুদে তুনাজ্জিনাহ পড়া, খতমে জালালী পড়া, খতমে ইউনুস পড়া, খতমে তাহলিল পড়া।
৭) মৃত্যু পথযাত্রির মৃত্যু তাড়াতাড়ি হওয়ার জন্য খতমে খাজেগান পড়া।
৮) সওয়াবের উদ্দেশ্যে দলাইলুল খাইরাত পাঠ করা।
৯) কুরআন চুমু খাওয়া, বুকে ও কপালে স্পর্শ করা।
১০) মহিলাদের কুরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা করা এবং পুরুষদের সম্মুখে উচ্চ স্বরে তিলাওয়াত করা।
১১) কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সর্বদা সভা সমিতি আরম্ভ করা।
১২) কুরআন তেলাওয়াত করে সাদাকাল্লাহুল আজীম বলা জরুরী মনে করা।
১৩) সম্মিলিতভাবে দোয়া করার সময় বলা ও মজলিসে যে তোমার প্রিয় বান্দা অথবা বে-গুনাহ মাসুম বাচ্চা আছে তাদের উসিলায় অথবা তুমি যে হাত পছন্দ কর তার উসিলায় আল্লাহ আমাদের দোয়া কবুল কর।
১৪) কুরআন তিলাওয়াত শোনার সময় হঠাৎ বিনা কারণে ঢুকড়ে কেঁদে ওঠা।
১৫) সূরা ইয়াসিন একবার পড়লে দশবার কুরআন খতমের সওয়াব পাওয়া যায় এবং সূরা ইয়াসিন 'গরম সূরা' বলে মনে মনে করা।
১৬) খানার উপর বরকতের জন্য সূরা কুরাইশ পড়া।
১৭) দোয়া করার সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা জরুরী মনে করা।
১৮) নতুন চাঁদ দেখার পর হাত তুলে দোয়া করা।
১৯) মাইকে এক নাগারে কুরআন খতম (সাবিনা খতম) করা।
২০) একাধিক লোক একসঙ্গে বসে শব্দ করে কুরআন খতম।
২১) খতমে ইউনুস।
২২) মাজারে কুরআন পাঠ।
২৩) হুজুর ভাড়া করে এনে খতম পড়ানো।
২৪) খতমে তারাবিহ্। অর্থাৎ তারাবিহর মাধ্যমে কুরআন খতম দিতেই হবে এটা মনে করা যাবে না, এবং প্রথম দিন থেকে এক মসজিদে তারাবিহ পড়া শুরু করলে কুরআন খতমের জন্য ঐ মসজিদেই পুরো রমজান মাস নামাজ পড়তে হবে এভাবে বাধ্য করে নেয়া যাবে না। তবে রমজান মাসে করআন খতম দেয়া ভাল। আবার দ্রুত খতম দেয়ার জন্য এমনভাবে রেলগাড়ির মতো তেলাওয়াত করা যাবে না যাতে কেই কিছুই বুঝে না।

মাজহাব, দল, পীর-মুরীদি ও জিকির সংক্রান্ত বিদআতঃ

১) চারটি মাজহাবের মধ্যে যে কোন একটি মাজহাব হুবহু মানা ফরজ, ওয়াজিব অথবা সুন্নাত মনে করা।
২) মুসলিমদের মধ্যে বিভিন্ন দল তৈরী করা।
৩) ইসলামের এলেমকে শরীয়ত, মারফত, হকিকত, তরিকত ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা।
৪) ইলমে তাসাউফ বলে নতুন জ্ঞানের চর্চা করা।
৫) পীর মুরীদি করা বিদআত এবং শিরক।।
৬) পীর মুরীদির ছিলছিলা তরিকায় চলা ও ইবাদত করা।
৭) রাজতন্ত্রের ন্যায় বংশনুক্রমে পীরের ওয়ারেশ হওয়া।
৮) পীরের নিকট বাইয়াত করা।
৯) পীর বা অন্য কোন ওলির নিকট তওবা করা।
১০) পীর ওলি বা বুজুর্গানের নিকট বরকত হাছিল করার উদ্দেশ্যে তাদের শরীর, হাত-পা টিপে দেওয়া।
১১) বরকতের উদ্দেশ্যে পীরের আধা খাওয়া প্লেট থেকে খাবার খাওয়া।
১২) বরকতের উদ্দেশ্যে পীরকে টাকা-পয়সা, গরু-ছাগল, চাল-ডাল, শাক-শব্জী ইত্যাদি দেয়া।
১৩) মা-বাবার খেদমত না করে পীরের খেদমত করা।
১৪) স্বপ্নে পাওয়া তরিকায় নফল ইবাদত করা।
১৫) কাদরিয়া, চিশতিয়া, নকশে বন্দিয়া, মুজাদ্দেদী ইত্যাদি তরিকায় ইবাদত করা।
১৬) ছয় লতিফার জিকির করা। শুধু আল্লাহ শব্দের জিকির করা।
১৭) শুধু ইলাল্লাহ শব্দের জিকির করা। অর্থাৎ আল্লাহ শব্দের সাথে তার গুণবাচক কোন নাম যোগ না করে জিকির করা।
১৮) মাফি কালবি গাইরুল্লাহ, লাইলাহাইল্লাল্লাহ নূর মুহাম্মদ (সাঃ) বলে জিকির করা।
১৯) পীর ওলিদের হুজুর কেবলা বলা, হুজুরে পাক বলা বা আব্বাহুজুর বলা।
২০) সম্মিলিতভাবে উচ্চস্বরে যিকির করা।
২১) জিকির করতে করতে জবাই করা মুরগির মতো লাফ দেয়া (হালকা জিকির)।
২২) আল্লাহকে পাওয়ার জন্য জংগলে চলে যাওয়া।
২৩) পীর সাহেবের নামে দরুদ পড়া এবং জিকির করা।
২৪) নামাজের পরে পীর সাহেবের বানানো ওযীফা বা হাদিয়া ফরজ মনে করে পড়া।
২৫) পীরের গদীনশীন হওয়া।
২৬) অলৌকিক ক্রিয়াকান্ড ঘটানো, এটা সর্ব প্রথমে শির্ক এবং তার পরে বিদআত।
২৭) সালামের পরিবর্তে মুরুব্বীদের কদমবুছি বা পায়ে হাত দিয়ে সালাম করা।
২৮) পীরকে কদমবুসি করা, আর কদমবুসি করার সময় মাথা নিচু হলে এটা শিরকে পরিনত হয়ে যাবে।
২৯) পীরকে গোসল করিয়ে সেই গোসলের পানি খাওয়া। তাছাড়া এই পানিকে অতি পবিত্র এবং সিফা মনে করা বিতআত ও শিরক।

রাসূল (সাঃ) কে কেন্দ্র করে প্রচলিত বিদআতঃ

১) রাসূল (সাঃ) কে সৃষ্টি না করলে দুনিয়াতে কোন কিছু পয়দা হত না এমন আক্বীদাহ পোষণ করে সওয়াবের আশা করা।
২) রাসূল (সাঃ) আল্লাহর নূরের তৈরী এমন ধারণা করা ও সওয়াব মনে করা।
৩) রাসূল (সাঃ) হায়াতুন্নবী বা উনি মৃত্যুবরণ করেননি এমন ধারণা পোষণ করা।
৪) রাসূল (সাঃ) এর ব্যক্তি সত্বার উসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া চাওয়া।
৫) রাসূল (সাঃ) এর নামে কুরবানী, হজ্জ অথবা উমরা করা।
৬) রাসূল (সাঃ) এর কবরের নিকটে না গিয়ে দুর হতে কবরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ছালাম দেয়া।
৭) রাসূল (সাঃ) এর কবরে বার বার গিয়ে জিয়ারত করা অভ্যাসে পরিণত করা।
৮) অন্য কারো মাধ্যমে রাসূল (সাঃ) এর কবরে ছালাম পাঠানো।
৯) সর্বদা কোন নির্দিষ্ট সময় বা নির্দিষ্ট দিনে রাসূল (সাঃ) এর কবর জিয়ারত করা।
১০) রাসূল (সাঃ) এর কবরে গিয়ে উচ্চ স্বরে সালাম দেওয়া।
১১) রাসূল (সাঃ) এর কবরের কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করাকে সওয়াব মনে করা।
১২) ওয়াজ মাহফিলের সময় নারায়ে রিসালাত বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ বলা।
১৩) আজানের সময় রাসূল (সাঃ) এর নাম আসলে চোখে দুই বৃদ্ধ আঙুলি দিয়ে দুই চোখের মধ্যে লাগিয়ে চুমু খাওয়া।
১৪) মাইকের মাধ্যমে আজানের অংশ হিসাবে আজানের পুর্বে ও পরে দরুদ ও সালাম পাঠ করা।
১৫) আজানের পর দোয়া করার সময় হাত তুলে দোয়া করতে হবে মনে করা।
১৬) রাসূল (সাঃ) এর রওজার সবুজ গম্বুজ দেখা মাত্রই দরুদ ও সালাম পাঠ করা।
১৭) কোন ইসলামী মাহফিলের দোয়া, দরুদ ও জিকিরের সওয়াব রাসূল (সাঃ) এর রওজা মদিনায়, সকল ওলিদের রুহে ও সকল মৃতদের কবরের পাঠিয়ে দেওয়া।
১৮) সুন্নতী পোষাকের নামে বিশেষ ধরণের পোষাক পরা।
১৯) নতুন নতুন দরুদ এর আবিস্কার এবং তা পড়া।
২০) আশেকে রাসূল। জস্নে জুলুস।
২১) রাসূল (সাঃ) এর কবরকে 'রওজা' বলা।
২২) বালাগাল উলা বি কামালিহি, কাশাফাদ্দুজা বি জামালিহি..... ইত্যাদি বলা শিরক এবং বিদআত। এটি ইরানের কবি শেখ সাদির একটি কবিতা, এই কবিতায় কামালিহি অর্থাৎ কামালিয়াত আপত্তিকর শব্দ। এটা শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, রাসূল (সাঃ) ক্ষেত্রে হতে পারে না।

পাক-নাপাক সংক্রান্ত বিদআতঃ

১) অজু করার সময় গর্দান মসেহ করা।
২) ইসতেনজার পানির সাথে ঢিলা কুলপ নেওয়া ওয়াজীব মনে করা।
৩) প্রসাবের পর ঢিলা লাগিয়ে ৪০ কদম হাঁটা।
৪) অজুতে প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় কতগুলো নির্দিষ্ট দোয়া পড়া।
৫) খাবার আগে অজু করলে দারিদ্রতা দূর হয় বলে মনে করা।
৬) নাপাক কাপড় সাত বার না ধুলে পাক হবে না মনে করা। *(শুধু কুকুরের লালা লাগলে একবার মাটি দিয়ে পরে সাতবার পানি দিয়ে ধুতে হবে অন্যান্য সর্বক্ষেত্রে তিনবার শুধু পানি দ্বারা ধুলেই যথেষ্ট হবে)*

নামাজকে কেন্দ্র করে প্রচলিত বিদআতঃ

১) ফজর নামায শেষ করে ঈমাম সাহেবের মুসুল্লিদের নিয়ে সম্মিলিতভাবে দোয়া করা। *(আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন নবী করিম (সাঃ) বৃষ্টি প্রার্থনা ব্যতিত অন্য কোথাও তার দোয়ার মধ্যে হাত তুলতেন না। আর তিনি হাত এত পরিমাণ উঠাতেন যে তাঁর বগলের সাদা অংশ দেখা যেত। (সহীহ বুখারী))*
২) নাউয়াইতুয়ান ওসাল্লিয়া.... বলে মুখে উচ্চারণ করে নামাজের জন্য নিয়ত করা। *(সহীহ হাদীস তো দূরে থাক কোন জঈফ হাদীসেও এই শব্দ নেই। এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন আব্দুল আজীয বিন বাযের লেখা হজ্জ ওমরা ও জিয়ারত বইটির ১৯ হতে ২০ পাতা। রিয়াদ, সৌদি আরব, হতে প্রকাশিত)*
৩) জায়নামাযে দাঁড়িয়ে জায়নামাযের দোয়া পাঠ করা।
৪) নামায শেষে সওয়াবের উদ্দেশ্যে পাশের মুসুল্লিদের সাথে মুছাফা করা।
৫) জানাযা নামাযের শেষে হাত তুলে দোয়া করা।
৬) জানাযার ও ঈদের নামাযের আযান দেওয়া।
৭) শরীর সুস্থ থাকা সত্বেও নফল অথবা সুন্নত নামায বসে পড়া।
৮) মাগরীবের পর দুই রাকাত নফল নামায নির্দিষ্ট করে নেওয়া এবং এই নামায বসে পড়া।
৯) সালাতুল আওয়াবীন নামে মাগরীবের পড়ে ৬ রাকাত নামায পড়া।
১০) জুম্মার দিন খুৎবার সময় লাল বাতি জালিয়ে রাখা এবং লিখে রাখা লাল বাতি জ্বলন্ত অবস্থায় নামায পড়া নিষেধ।
১১) সালাতুল হাজাত নামে নামায পড়া *(কিন্তু কেউ যদি কোন প্রয়োজনে দুই রাকাত নফল নামায পড়ে দোয়া করে তবে তা জায়েজ হবে)*।
১২) ইহরামের নিয়তে দুই রাকাত নামায পড়তে হবে মনে করা। তবে যদি কেউ কোন ফরয অথবা নফল নামাযের পরে ইহরাম বাঁধে তাতে কোন দোষ নাই।
১৩) সুন্নত নামায পড়ার জন্য জায়গা পরিবর্তন আবশ্যক মনে করা।
১৪) নামাযের পর মাথায় বা কপালে হাত রাখা।
১৫) পাগড়ী পড়ে নামায পড়লে অনেক সওয়াব হবে মনে করা।
১৬) উমরী কাযা নামায পড়া। (কাযা বলতে হদিসে কিছুই নেই)
১৭) জানাযার নামাযে ছানা পাঠ করা।
১৮) জুম্মার দিনে খুৎবা অথবা অন্য সময় চাঁদার বাক্স চালানো।
১৯) ফরজ নামাজের পর ইমামের নেত্রিত্বে হাত তুলে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত এবং ইমামের সাথে আমিন আমিন বলা, এবং মুনাজাত করতেই হবে এটা জরুরী মনে করা।
২০) সশরীরে নামাজ না পড়ে বা জামাতে নামাজ না পড়ে রূহানী জগতের মাধ্যমে নামাজ পড়া।
২১) গায়েবীভাবে বাংলাদেশ থেকে মক্কার কাবাঘরে এক ওয়াক্তের সময় অন্য ওয়াক্তের নামাজ পড়তে যাওয়া।

সফর সংক্রান্ত প্রচলিত বিদআতঃ

১) পীর ওলিদের কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্তে সফর করা।
২) সওয়াব পাওয়ার উদ্দেশ্যে কাবা শরীফ, মসজিদে নব্বী, মসজিদে আকসা ছাড়া অন্য কোথাও সফর করা।
৩) মদিনার সাত মসজিদের জিয়ারত করা।
৪) নিজের পরিবার, প্রতিবেশী ও এলাকায় দাওয়াত না দিয়ে দূর-দূরান্তে দ্বীনের দাওয়াতী কাজে বের হওয়া।
৫) দ্বীনের দাওয়াতের কাজে সপ্তাহে একদিন, মাসে তিনদিন, বছরে ৪০ দিন, সারা জীবনে ১২০ দিন সময় নির্দিষ্ট করে চিল্যা লাগানো। *(আপনি দাওয়াতী কাজে অবশ্যই বাইরে যেতে পারেন, কিন্তু দিন নির্দিষ্ট করা যাবে না, কারণ রাসূল সাঃ বা সাহাবারা কখনো চিল্যা লাগান নাই)*।

কুরবানী সংক্রান্ত প্রচলিত বিদআতঃ

১) রাসূল (সাঃ) এর নামে কুরবানী করা।
২) একই পশুতে কুরবানী ও আকিকার নিয়ত করা।
৩) কুরবানীর সময় মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত করে পশু কুরবানী করা।
৪) কুরবানীর পশুর সামনে কে কে কুরবানী করছে তাদের নামের তালিকা পাঠ করা এবং নাম কম পড়লে সেখানে রাসূল (সাঃ) নাম বসিয়ে দেওয়া।
৫) কুরবানীর মাংস শুকিয়ে বা ফ্রিজে রেখে দিয়ে সোয়াবের কাজ মনে করে তা মহররম মাসে খাওয়া।

অন্যান্য বিদআত সমূহঃ

১) কোন কাজ শুরু করার আগে বরকতের উদ্দেশ্যে ফাতেহা পাঠ করা।
২) রমজানের সাতাশে রাতকে নির্দিষ্টভাবে লাইলাতুল কদরের রাত মনে করা এবং এই রাতে ওমরা করা।
৩) বই লিখে মা-বাবা অথবা প্রিয়জনের নামে উৎসর্গ করা।
৪) বরকত হাসিল করার জন্য শুধুমাত্র সহীহ বুখারীর হাদিস কুরআন তিলাওয়াতের মতো পাঠ করা।
৫) খাওয়ার সময় লবন দিয়ে খাওয়া আরম্ভ করাকে সুন্নাত মনে করা।
৬) শাইরেন, কামান, ঢোল, গজলের সুরে সেহেরী বা ইফতারের জন্য ডাকা সওয়াব মনে করা এবং চাঁদা নেয়া।
৭) মসজিদে মসজিদে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করা এবং মুসুল্লিদের নিকট সাহায্য চাওয়া।
৮) সওয়াবের উদ্দেশ্যে সর্বদা মাথায় টুপি বা পাগড়ী লাগিয়ে রাখা।
৯) সওয়াবের উদ্দেশ্যে তজবী ব্যবহার করা বা সর্বদা সওয়াবের উদ্দেশ্যে হাতে তজবী রাখা। (ক্যলকুলেটর হিসাবে তজবী ব্যবহার করা যেতে পারে)
১০) স্বপ্নের ফয়সালা মেনে নেয়া।
১১) সমাজে নারীদের প্রাধান্য বা নারী নেতৃত্ব।
১২) মহররমের নামে তাজিয়া মিছিল বের করা ও মাতম করা ইত্যাদি।
১৩) হাত তুলে মুনাজাত করার পর মুনাজাত শেষে দুই হাত মুখের মধ্যে ঘসা।
১৪) কবরকে 'মাজার' বলা। যেমনঃ পাগলা বাবার মাজার, লেংটা বাবার মাজার ইতাদি।
১৫) আল্লাহর নাম বা কুরআনের কোন আয়াত অংকে convert করা। যেমনঃ ৭৮৬ বা 786.
১৬) জমজমের পানি সিফা হিসাবে কোন রোগের জন্য পানি পড়া হিসাবে পড়ে দেয়া বিদআত।

এ রকম যত নতুন নতুন পন্থা দ্বীনের মধ্যে যোগ করা হয়েছে এবং সওয়াবের কাজ মনে করা হচ্ছে তার সবই বিদআতের অন্তর্গত। কেননা এগুলোর সপক্ষে কুরআন এবং হাদিসের নির্দেশ নেই। একটু পরিষ্কার করে বললে বলা যায় যে দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণ, এখানে কোন কিছু বাড়ানো বা কমানোর সুযোগ নেই। কেউ যদি এহেন কাজ করেন তাহলে সেটা আপাতদৃষ্টিতে যত ভাল বা সওয়াবের কাজই মনে হোক না কেন তা হবে বিদআতের আওতাভুক্ত। রাসুল (সাঃ) দুনিয়া হতে বিদায় নেয়ার আগেই দ্বীন ইসলাম পূর্ণতা লাভ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন, *"আজ আমি দ্বীনকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিলাম। (সূরা মায়েদা ঃ ৩)"*

তাবিজ ও কবজ বাঁধার শিরক

আমাদের সমাজের একদিকে সাধারণ অশিক্ষিত লোকদের মাঝে তাবিজ কবজ বাঁধার এবং এক শ্রেণীর বড় লোকদের মাঝে, বিশেষ করে বিদেশ সফর কালে 'ইমামে জামেন' বাঁধার একটা ব্যাপক রেওয়াজ রয়েছে।

এরা মনে করে, এতে করে বিপদ কেটে যাবে কিংবা বিপদ আসতেই পারবে না। কিন্তু কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে এসব যে ইসলামের তাওহিদী আকীদার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং মুসলমানদের মাঝে এটা যে একটা সম্পূর্ণ বিদ'আত ও শিরকী কাজ।

হযরত উকবা ইবনে আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কোনো তাবিজ-তুমার ঝুলাবে, আল্লাহ তাকে কোনো ফায়দা দেবেন না। আর যে কোনো কবজ ঝুলাবে, আল্লাহ তার বিপদ দূর করবেন না কখনো (কোন শান্তি পাবে না সে)।" এবং "যে লোক কোনো তাবিজ-কবজ বাঁধবে, সে শিরক করলো।"

পরপর উল্লেখ করা এ হাদীস থেকেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, কোনো ক্ষতি– লোকসান বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে কিংবা কোনো স্বার্থ-উদ্দেশ্য লাভের আশায় তাবিজ-কবজ বাঁধা সুস্পষ্ট শিরক। সাধারণভাবে লোকেরা মনে করে যে এর মধ্যেতো আল্লাহর কালাম রয়েছে আর এটা বিশেষ হুজুর দিয়েছেন, রোগ-বালাই ভাল না হয়ে যায় কোথায়। নিজের অজান্তে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাবিজের মধ্যে মনে করা হচ্ছে পাওয়ার। আর এটাই শিরক।

কুরআনীয় তাবিজ-কবজ শিরক

রাসূল (রাঃ) কুরআনের আয়াত নিজের শরীরে রেখেছেন বা অন্যকে রাখার অনুমতি দিয়েছেন বলে হাদীসের কোথাও কোন দলিল নেই। কুরআনীয় তাবিজ কবচ শরীরে রাখা এবং রাসূল (সাঃ) কর্তৃক বর্ণিত শয়তান এড়ানো এবং বান ও যাদু ভেঙ্গে ফেলার পদ্ধতি পরস্পর বিরোধী। সুন্নাহ হল শয়তান নিকটবর্তী হলে কুরআনের কতিপয় সূরা (ফালাক ও নাস) এবং আয়াত (যথাঃ আয়াতুল-কুরসী, সূরা বাকারা ঃ ২৫৫) পাঠ করা। (সহীহ বুখারী)। কুরআন হতে সৌভাগ্য লাভের একমাত্র নির্দেশিত উপায় হল কুরআন পড়া এবং তা বাস্তবায়ন করা।

তাবিজের মধ্যে কুরআন পুরে শরীরে রাখা, একটি অসুস্থ লোককে একজন ডাক্তার কর্তৃক প্রেসক্রিপশন (ব্যবস্থাপত্র) দেয়ার মত। প্রেসক্রিপশন পড়ে এবং এর থেকে ওষুধ প্রাপ্তির পরিবর্তে, সে এটাকে একটা ভাজ করে একটি তাবিজে ভরে তার গলায় ঝুলায় এই বিশ্বাসে যে, এটা তাকে সুস্থ রাখবে অথবা সেটা পানিতে ভিজিয়ে ভিজিয়ে সকাল সন্ধায় পানি খায়। যতক্ষণ পর্যন্ত একজন কুরআন পড়া তাবিজ কবচ পরে এই বিশ্বাসে যে, এতে ভূতপ্রেত এড়ান যাবে এবং সৌভাগ্য আসবে ততক্ষণ সে আল্লাহ যা ইতিমধ্যে পূর্বনির্ধারিত করে রেখেছেন তা বাতিল করার জন্য সৃষ্টির কিছু অংশকে ক্ষমতা প্রদান করে। ফলশ্রুতিতে, সে আল্লাহর পরিবর্তে এই তাবিজ কবচের উপর নির্ভর করে। এটাই হল মন্ত্রপূত তাবিজ কবচ হতে উদ্ভূত শিরক।

---- Dr. Bilal Philips

টরন্টোর একটি মুসলিম পরিবারের ঘটনা

উচ্চ শিক্ষিত, আর্থিক ভাবে অতি সচ্ছল, বাড়িগাড়ির মালিক এই পরিবার। দু'টি সন্তান, দুটিই ছেলে -বয়স ১৪ বছর এবং ৫ বছর। সেই পরিবারটি আমাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে, সদাসর্বদা যোগাযোগ রাখে। সেই পরিবারে মহিলা একদিন ফোন করে আমার কাছে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালো যে সে তাদের ১৪ বছর বয়সের ছেলেটাকে খারাপ ভাষায় গালিগালাজ করে, রেগে গিয়ে চেচাঁমেচি করে, ওর দিকে এটা সেটা ছুড়ে মারে, এমন কি চড়-থাপ্পরও মারে। এর কোন বিহিত করা যায় কি?

সেই ছেলের বাবাকে একদিন আমার বাসায় ডেকে এনে অভিযোগগুলো শুনিয়ে জানতে চাইলাম অভিযোগগুলো সত্য কিনা। বললঃ সত্য। এবার জানতে চাইলাম কেন সে ছেলেটার সংগে এমন দুর্ব্যবহার করে যাচ্ছে। জবাবে সে জানালো যে বহু চেষ্টা সত্বেও ছেলেটাকে নামাজ পড়তে রাজী করানো যাচ্ছে না, কুরআন শরীফ এবং অন্যান্য ইসলামী বইপত্র কিনে দেয়া হয়েছে কিন্তু সে সেগুলো পড়তে নারাজ, একজন মুসলিম যুবকের মত চালচলন আচার ব্যবহার রপ্ত করতে উপদেশ দিচ্ছি কিন্তু আমার কোন কথাতেই সে কান দিচ্ছেনা, বরং গোঁয়ার ও বেআদবের মত ব্যবহার করে চলেছে। তাই আমি ওর সংগে এমন দুর্ব্যবহার করি, এবং যতদিন সে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলবে ততদিন আমি ওর সংগে দুর্ব্যবহার চালিয়ে যাব।
ওর কথা শেষ হলে আমি বললামঃ এই দেশটা একটা পাঁচমিশালী কালচারের দেশ, ব্যক্তিস্বাধীনতার দেশ, ধর্মীয় জীবনের কোনই গুরুত্ব নেই এদেশে, নিজস্ব ধর্মীয় পরিমন্ডল ছাড়া। ওর চতুর্দিকে একটা বৈরী পরিবেশ সর্বক্ষন কাজ করছে এবং এরই মাঝে সে দিনদিন বেড়ে উঠছে। পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ পরিবেশেরই সৃষ্ট জীব। এসব কথা তোমার অজানা নয়।

এখন বল, তুমি কি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়?
- না।
সুযোগ থাকলে কখনো কি তোমার ছেলেদের নিয়ে মসজিদে জুমার নামাজ পড়তে যাও?
- না।
ঈদের নামাজে?
- না।
তুমি নিয়মিত কুরআন পড় কি?
- না।
তুমি কোনদিন ইসলামী বিষয় নিয়ে তোমার স্ত্রী এবং ছেলেদের সাথে আলোচনা কর কি?
- না।
তুমি রমজান মাসে রোজা রাখ কি?
- না।
তোমার স্ত্রী নামাজ পড়ে কি? রোজা রাখে কি?
- না।
প্রশ্নোত্তর শেষ হলে তাকে বললামঃ এতক্ষন ধরে সবই তো বললে "না"। এবার তুমিই বল তোমার বাসায় যেখানে কোন ইসলামী পরিবেশই তুমি সৃষ্টি করতে পারনি, এমন কি তুমি নিজেও নামাজ -রোজা করনা সেখানে এই ছেলেটাকে মারপিট করলেই কি সে একজন মুসলিম হয়ে নামাজ-রোজা-কুরআন পাঠ ইত্যাদি শুরু করে দেবে? ওর সামনে ইসলামী জীবনে আকৃষ্ট বা আগ্রহী হওয়ার মত দৃষ্টান্ত বা model কোথায়? শক্তি প্রয়োগ করে একাজ হবে না কখনো।

তাছাড়া সন্তানের গায়ে হাত তোলা এদেশে একটা দন্ডনীয় অপরাধ, ছেলেটা যদি ৯১১ কল করে বসে, পুলিশ তোমাকে নিয়ে জেলে ঢোকাবে, অথবা ছেলেটার custody ওরা নিয়ে নেবে। এসব কখনো ভেবে দেখেছ কি? অথবা ধর ছেলেটা যদি রাগ করে তোমাকে একটা ঘুষি মারে, অথবা একটা চড় মারে, তখন কেমন হবে?
বললঃ ভেবে দেখিনি কোনদিন।

আমি তারপর বললামঃ ওকে মারপিট, ধমকাধমকি ছাড়। শুরুতে তুমি নিজে একজন মুসলিম হও, আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন কর নিজের ঘরে, নিজের স্ত্রী ও সন্তানের সামনে। ছেলেটা দেখুক যে ওর বাবা পাঁচ ওয়াক্ত নাজাজ পড়ে, কুরআন পাঠ করে, রমজানে রোজা রাখে, ইসলামী বইপত্র পড়ে, ইসলামী DVD দেখে, ঘরে ইসলাম ধর্ম নিয়ে আলোচনা করে, বাবা তাকে আদর স্নেহ করে তখন দেখবে গালিগালাজ বা মারপিট কোনটাই লাগবে না, তোমাকে অণুসরন করেই সে সানন্দে ইসলামকে গ্রহন করেছে, ইসলামী জীবনে অভ্যস্থ হচ্ছে, ইসলামী আদব কায়দা শিখছে। এবং বড় ভাইকে অনুসরন-অনুকরন করে তোমাদের ছোট ছেলেটাও কোন বড় ধরনের চেষ্টা ছাড়াই মুসলিম হয়ে ইসলামকে আঁকড়ে ধরবে। তখন তোমার স্ত্রীও আর পিছিয়ে থাকবেনা, সেও তোমাদের কাতারে এসে স্বেচ্ছায় শামিল হবে। একটা শান্তিপূর্ন সংসার এমনি করেই গড়ে উঠবে।

Give it a try. Be a Muslim first. Let Islam enter your home through you first and gradually embrace you all with peace. And good luck.

আমার কথা শেষ হলে সে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বার বার thank you জানিয়ে বিদায় নিল।

---- *Sayedul Hossain, Toronto*

সন্তানদের সামনে অন্যায় কাজ করা থেকে বিরত থাকুন

একটি ক্ষতিকর উপাদান হলো সন্তানদের সামনে অন্যায় কাজ করা ও তা নিয়ে আলোচনা করা। এতে কচি ছেলেমেয়েদের কোমল মনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়ে। ফলে তারা এ ধরনের মনমানসিকতা নিয়ে বড় হয়। পরবর্তীতে পিতামাতারা অবাক হয়ে দেখেন কিভাবে সন্তানরা অন্যায় কাজ করছে। প্রকৃত কথা হলো সন্তানগণ শুরুতে এ অন্যায়গুলি শিখেছে তাদের পিতামাতার কাছ থেকে। যেমনঃ পিতা-মাতারা অবৈধ ইনকাম করে থাকেন, সরকারকে ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে থাকেন, মিথ্যা কথা বলে থাকেন, সবসময় অন্যের সমালোচনা বা গীবত করে থাকেন, গালা-গালি করে থাকেন, স্বামী-স্ত্রী প্রায়ই ঝগড়া-ঝাটি করে থাকেন, টিভিতে আপত্তিকর মুভি বা অনুষ্ঠান দেখে থাকেন ইত্যাদি। তার মানে এই নয় যে এই কাজগুলো সন্তানদের সামনে নয় পিছনে করা যাবে! অন্যায় সবসময়ই অন্যায় তা পিছনে সামনে কখনোই করা যাবে না।

আল্লাহকে ডাকলে তিনি সাড়া দেন

কুরআনে আল্লাহ আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে তাঁর বান্দা তাঁকে ডাকলে সেই ডাকে তিনি সাড়া দেন। এবার দেখুন।

১) সূরা মু'মিন (৪০), আয়াত ৬০ঃ তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।
সূরা মু'মিন (৪০), আয়াত ৬৫ ঃ তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং তোমরা তাকেই ডাক তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই।

২) সূরা নামল (২৭), আয়াত ৬২ ঃ তিনি আর্তের (বিপদগ্রস্তের) ডাকে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং তাদের বিপদাপদ দূরীভূত করেন।

৩) সূরা শূরা (৪২), আয়াত ২৬ ঃ তিনি মু'মিন ও সৎ আমলকারীদের ডাকে সাড়া দেন এবং তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ (ফজল) বৃদ্ধি/বর্ধিত করেন।

৪) সূরা বাক্বারা (২), আয়াত ১৫২ ঃ তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

৫) সূরা বাকারা (২), আয়াত ১৮৬ঃ আমি তো নিকটেই, আহবানকারী যখন আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দিই।

৬) সূরা হুদ (১১), আয়াত ৬১ ঃ নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক নিকটে আছেন, তিনি ডাকে সাড়া দেন।

৭) সূরা আ'রাফ (৭), আয়াত ৫৬ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী।

৮) হাদীস শরীফে এই দুআ'টির উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ "আল্লাহু রাহীমুন কারীবুন মুজিবুদ-দাওয়াত"। অর্থঃ আল্লাহ অতি দয়ালু, নিকটবর্তী, এবং তাঁকে ডাকলে তিনি সাড়া দেন।

--- সাইদুল হোসেন

✂ When you buy any food please check for the following Haraam Ingredients. You can make a copy of this list and distribute it to your family members.
Reference: www.eat-halal.com

Haram Food Ingredients

Collagen (Pork)	Haraam
Diglyceride (animal)	Haraam
Enzyme (animal)	Haraam
Fatty acid (animal)	Haraam
Gelatin (animal)	Haraam
Glyceride (animal)	Haraam
Glycerol/glycerin (animal)	Haraam
Hormones (animal)	Haraam
Hydrolyzed animal protein	Haraam
Lard (Pig fat)	Haraam
Lecithin (if soya then Halaal)	Haraam
Monoglycerides (animal)	Haraam
Pepsin (animal)**	Haraam
Phospholipid (animal)	Haraam
Renin Rennet**	Investigate
Shortening (animal)*	Haraam
Whey**	Investigate

*Animal fat shortening can be from beef tallow or lard. If it is from lard, then it is Haraam. If it is from beef tallow, then the animal has to have been slaughtered Islamically, otherwise it is Haraam.

**Rennet/Pepsin: Rennet is a milk coagulant that is the concentrated extract of renin enzyme obtained from calves stomachs. Note: At the time of purchase, if you are unable to verify the fact, you can call the concerned company. The company's name and number are generally mentioned on the product. If not see the telephone directory.

সম্মানিত পাঠকের মতামত, ভুল সংশোধন ও দৃষ্টি আকর্ষণ e-mail ***এ জানালে আগামী সংখ্যায় তা প্রতিফলিত হবে, ইন্‌শাআল্লাহ।***

Please Donate

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, আস্‌সালামুআলাইকুম।

আশা করি "দি মেসেজ" এর প্রতিটি সংখ্যা এই প্রবাস জীবনে আপনার-আমার একটি সুখী ও সুন্দর পারিবারিক জীবন গঠন করতে সাহায্য করবে, ইন্‌শাআল্লাহ।

"দি মেসেজ" ছাপানোর কাজে আপনাদের সকলের সহযোগিতা একান্ত কাম্য। এই দ্বীনি কাজে আপনি আপনার যাকাতের টাকাও ডোনেট করতে পারেন।

Quran & Sahih Hadith Based (Non-Political, Non-Sectarian) Community Development Magazine
একটি কুরআন ও সহীহ্ হাদীস ভিত্তিক (দল নিরপেক্ষ এবং নন-পলিটিক্যাল) কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট পত্রিকা
Editor: Amir Zaman, Associate Editor: Nazma Zaman
Suite # 306, 210 Oak Street, Toronto, ON M5A2C9. 647-280-9835, amiraway@hotmail.com , www.themessagecanada.net